সূচিপত্র

দেউলিয়া মানে কি? 7
রাষ্ট্র কীভাবে দেউলিয়া হয়? 10
টাকা ছাপানোর সাথে রাষ্ট্রীয় দেউলিয়াত্বের রহস্য 12
আধুনিক মুদ্রা ব্যবস্থার ফাঁদ 18
ব্যাংকিং সিস্টেম কীভাবে কাজ করে 20
তাসের ঘর 25
সরকারি ঋণের কলকব্জা 28
টিকা - ব্যাংকার-সরকারের মধুর সম্পর্ক ও প্রকৃত জ্ঞানের সন্ধান 29
রাষ্ট্রীয় দেউলিয়াত্ব 31
রাষ্ট্র দেউলিয়া হলে অর্থনীতিতে কী কী প্রভাব পড়ে? 34
অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় monetari polisi কীভাবে কাজ করে 36
টিকা - প্রকৃত সুদের হার 37
ব্যাংকব্যবস্থার সহায়তা 39
সুদের বাজার দর ও মনেটারি পলিসি 40
অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় ফিসকাল পলিসি কীভাবে কাজ করে 44
মনেটারি ও ফিসকাল পলিসি 46
অভ্যন্তরীণ ঋণে দেউলিয়াত্ব 47
অভ্যন্তরীণ দেউলিয়াত্বের সমাধান 48
আন্তর্জাতিক ঋণ 50
এলসি 51
ব্যাক টু ব্যাক এলসি 55
মার্কিন আধিপত্য 56
অভিন্ন আন্তর্জাতিক মুদ্রা 57
পাচার ও মানি লন্ডারিং 62
ব্যালেন্স অব পেমেন্টস 66
টিকা - রিজার্ভ 67

মুদ্রার দরপতনের প্রভাব 72
টিকা - চীনের কারেন্সি যুদ্ধ 76
ডলারের চক্র 77
ডলার সরবরাহ 79
বৈদেশিক ঋণের ঝুঁকি 83
ডলার ডিমান্ড 85
এসডিআর 87
ঋণের ফাঁদ 93
টিকা - বৈদেশিক ঋণ 95
ফেডারেল রিজার্ভ কীভাবে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করে 97
মরণ ফাঁদ 101
টিকা - ভেলার ভেলকি 102
বাঁচার উপায় 104
আদর্শ বিকল্প মুদ্রার বৈশিষ্ট্য 106
রিজার্ভ মুদ্রা 108
সঞ্চয়পত্র ও রিজার্ভ মুদ্রা 110
আঞ্চলিক বিকল্প মুদ্রা 112
আন্তর্জাতিক সমাধান 114
টিকা - সোনার নিয়ন্ত্রণ কাদের হাতে? 118
ভবিষ্যতের জন্য বিকল্প মুদ্রা 119
প্রশ্নোত্তর পর্ব 122
শেষ কথা - বাংলাদেশ ও বাস্তবতা 124
কাভার ফ্ল্যাপ 131
প্রয়োজনীয় শব্দকোষ 132
লেখকের অন্যান্য বই 135

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রতি এবং অগণিত দুরুদ ও সালাম শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি।

আপনি গোয়েন্দা কাহিনী পড়তে পছন্দ করেন? কিংবা ধাঁধা সমাধান করতে? কয়েকটা প্রশ্ন করি,

১। মনে আছে, ১৯২৩ সালে, মাত্র ১০০ বছর আগে দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী সম্রাজ্য ছিল ব্রিটিশদের?

২। মনে আছে, ১৯২৩ সালে, মাত্র ১০০ বছর আগে দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী মুদ্রা ছিল ব্রিটিশ পাউন্ড?

৩। মনে আছে, ১৯২৩ সালে, মাত্র ১০০ বছর আগে দুনিয়ার সবচেয়ে ভয়ংকর মুহাযুদ্ধ জিতেছিল ব্রিটিশ এম্পায়ার?

আরেকটা প্রশ্ন করি, মনে করেন একটা গ্রামে একটা বড় মাতবর আছে। সে বিশাল ক্ষমতাবান, শক্তিশালী ও দীর্ঘদিন ধরে সাংগপাংগ নিয়ে শক্তভাবে এলাকায় ছড়ি ঘুরাচ্ছে। এবার, সেই গ্রামে যদি নতুন কোন মাতবর আসে ও ছড়ি ঘুরাতে চায়, তাহলে তাদের মধ্যে সম্পর্ক কেমন হবে? তারা কি বন্ধু হবে নাকি শত্রু? তারা এতটাই শত্রু হবে যে একে-অপরকে মেরেই ফেলতে চাইবে, তাই না?

ব্রিটিশরা দুনিয়া শাসন করেছে কত বছর? প্রায় ২০০ বছর, বা তারও বেশি, তাই না? ব্রিটিশদের সাম্র্যাজ্যেতো সূর্য অস্ত যেত না। এর মাঝে কি এমন ঘটল যে, মাত্র ১০০ বছরে বৃটিশরা পিছিয়ে গেল আর আমেরিকানরা পুরো দুনিয়া পেয়ে গেল?! কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ-মারামারি-কাটাকাটি ছাড়াই?! ফ্রান্স এখনো তাঁর কলোনি করা দেশগুলোরে

ছেড়ে দেয় নাই, ১৪টা আফ্রিকান দেশে ফ্রান্সের প্রচ্ছন্ন হুকুমতে চলে। তাহলে ব্রিটিশরা কেন পাত্তারি গুটিয়ে ঘরে ফিরে গেল?

এমন যদি হত যে, ব্রিটিশরা বড় ভাই আর আমেরিকানরা ব্রিটিশিদের পিছে পিছে ঘুরে, এমনওতো না। ব্রিটিশরা কোন যুদ্ধেও হারে নাই, কোন বিশ্বযুদ্ধেও হারে নাই, উপমহাদেশ কিংবা কোন কলোনি থেকে তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়া হয় নাই, কিচ্ছুই না। তাহলে তারা কেন আমেরিকানদের হাতে দুনিয়া দিয়ে চুপচাপ নিজের দেশে বসে গেল?
আচ্ছা, আমেরিকানরাও দুনিয়া পেল কোথায়? তারাতো কোন দেশকে কলোনি করে নাই। সকল দেশ স্বাধীন। দুনিয়াতে ১৯০টারও বেশি স্বাধীন দেশ। তাহলে, এত ক্ষমতা আসলো কোথা থেকে আমেরিকার কাছে?!

জ্বী, ঠিক ধরেছেন…আমেরিকার ক্ষমতা এসেছে 'অর্থনীতি' থেকে। এই ক্ষমতার মূলে রয়েছে কয়েকটা মূলনীতির চরমপন্থী বাস্তবায়ন…
১। সকল মুদ্রা তৈরি হবে সুদ-ভিত্তিক উপায়ে আর এটা নিশ্চিত করবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক
২। সকল লেনদেন হবে সুদ-ভিত্তিক আর এটা নিশ্চিত করবে বানিজ্যিক ব্যাংক
৩। সকল অর্থনীতি হবে সুদ-ভিত্তিক আর এটা নিশ্চিত করবে আন্তর্জাতিক বহুজাতিক সংস্থা (লিগ অব নেশন্স, জাতিসংঘ, আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক, ডব্লিউটিও ইত্যাদি)

কোভিড ভাইরাসে আক্রান্ত হলে আপনার ভিতরে নানান উপসর্গ দেখা যায়। আপনার শ্বাসকষ্ট হতে পারে, জ্বর আসতে পারে, ডায়রিয়া হতে পারে, কাশি হতে পারে। শ্বাসকষ্টের সাথে কোভিড ভাইরাসের সম্পর্ক কি? কোভিড ভাইরাস আপনার ফুসফুসে আক্রমণ করে এবং এর ফলে আপনি স্বাভাবিকভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারেন না। তাহলে, আপনার দেশ দেউলিয়া হওয়ার সাথে আমেরিকার অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের সম্পর্ক কি?
খুব সহজ।

১। কোন দেশের সরকার নিজেদের মুদ্রা নিজেরাই তৈরি করলে দেশের ভিতরে কাজ করার জন্য যে টাকা লাগে সেটার উপর কোন সুদ দেয়া লাগে না, ফলে ঋণ তৈরি হয় না। কিন্তু, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আওতায় টাকা ছাপিয়ে সরকার ঋণ নিলে সেটা সবসময় সরকারের উপর বোঝা হয়ে থাকবে। সুতরাং রাষ্ট্র দেউলিয়া হতে ১ ধাপ এগিয়ে গেল এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ সুদের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দিকে আসা শুরু করল।

২। সকল লেনদেন যদি সার্ভিস চার্জ-ভিত্তিক হয়, তাহলেতো সিম্পল, সবাই জিতল। কিন্তু সুদ-ভিত্তিক হলে সকল সম্পদ ব্যাংকের দিকে আসা শুরু করবে। সেটা দেশী ব্যাংক হোক কিংবা বিদেশী ব্যাংক। আর পুরো দেশ ঋণে জর্জরিত থাকবে।

৩। অর্থনীতি সুদ-ভিত্তিক হলে সেটা আমেরিকার সকল নীতির সাথে একমত পোষণ করবে। খেয়াল করে দেখতে পারেন, আমাদের দেশের সিংহভাগ অর্থনীতিবিদ নর্থ আমেরিকায় পিএইচডি করা। সুতরাং তারা পলিসিতে পশ্চিমা ফিলোসফি সমর্থন করবে এটাই স্বাভাবিক। এজন্য এসব অর্থনীতিবিদ যেসব দেশ থেকে আসেন সেসব দেশগুলোর সকল অর্থনৈতিক কাঠামো পশ্চিমা নীতিতে তৈরি। রাশিয়া, চীন ও আরবের অর্থনীতিও এখন পশ্চিমা ধাঁচে তৈরি। তবে, এসব দেশ থেকে পড়াশোনা করা অর্থনীতিবিদরা কিন্তু একইরকম মোসাহেবি আচরণ করে না বা পশ্চিমা অর্থনৈতিক দর্শনকে অন্ধভাবে সমর্থন করে না। কারণ, তারা আলাদা অর্থনৈতিক দর্শন ধারণ করে।

৪। সকল তালার নিজস্ব একটা চাবি থাকে আর একটা মাস্টার চাবি থাকে যা দিয়ে একই প্রকারের সকল তালা খোলা যায়। নতুন দিনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংক-কেন্দ্রীক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের মাস্টার চাবি হল প্রচন্ড শক্তিশালী আন্তর্জাতিক মুদ্রা ‘ডলার’। এজন্য ডলারকে করা হয়েছে সকল আন্তর্জাতিক লেনদেনের কেন্দ্র।

গত ১০০ বছরের উপরের ৪টা ব্যাপার বাস্তবায়নে আমেরিকা সফল। এত সাফল্য পাবে সে, এটা হয়তো সেও ভাবতে পারেনি কিংবা শুরুতে এত এত পরিকল্পনা করে নামতেও পারেনি। কিন্তু আমেরিকা দুনিয়াতে ছড়ি ঘুরানোর জন্য বেছে নিয়েছে সুদ-ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে এবং বছরের পর বছর সেটাকে শক্তিশালী করার জন্য যা যা

প্রয়োজন সেগুলো গঠন ও বাস্তবায়ন করে গিয়েছে। এখন আমরা সেগুলোর ফল দেখতে পাচ্ছি। তাই কোন দেশকে কলোনি করা লাগেনি আমেরিকার। তেলের জন্য ডজনখানেক দেশে যুদ্ধ করা লাগলেও একের পর এক দেশকে অর্থনৈতিকভাবে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে পাঠাতে হয়নি সৈন্য। জনতাকে শোসন করছে বাণিজ্যিক ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংককে শোসন করছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আর কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে সম্পদ ট্রান্সফার করছে ডলার। বাংলাদেশের আমির আলীর সুদ মেটাতে গাছ বিক্রির টাকা জাদুবলে সোনা হয়ে জমছে ফেডারেল রিজার্ভে, এটাই আমেরিকান ড্রিম।

বিশ্বের প্রতিটা দেশ অর্থনৈতিকভাবে ডলারের কাছে জিম্মি। স্বাধীন দেশের অর্থনৈতিক এই পরাধীনতাই নিশ্চিত করেছে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদের ছড়ানো সুদ-ভিত্তিক ঋণ-তান্ত্রিক দারিদ্র্য ও আয়-বৈষম্য বৃদ্ধিকারী মুদ্রাব্যবস্থা। মোহাইমিন পাটোয়ারি ভাই সেই ডলারের খেলা আর অর্থনৈতিকভাবে পরাধীন দেশের দেউলিয়া হওয়ার সম্ভাবনা কিংবা দেউলিয়া হলে কি কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে পারে সেটার নানান দিক সুন্দরভাবে উঠিয়ে এনেছেন আলহামদুলিল্লাহ।

উজ্জীবিত তরুণ অর্থনীতি বিশ্লেষক মোহাইমিন ভাই অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকেই সব আলোচনা করেছেন এবং আলোচনার পরতে পরতে তিনি পশ্চিমা দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ ও নীতি-নির্ধারকদের এমন কিছু উক্তি সংগ্রহ করেছেন যা পাঠকদের বিস্মিত করতে বাধ্য। যেমন আড়াইশ বছর আগের তৃতীয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট থমাস জেফারসনের উক্তিটি,

“আমি বিশ্বাস করি, আমাদের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে বিদেশী সেনাবাহিনীর থেকেও বেশি বিপদজনক হচ্ছে ব্যাংকব্যবস্থা।”

অথচ, জেফারসন যেটাকে ভয় পেয়েছিলেন, পরের প্রজন্মের আমেরিকানরা সেটাকে অস্ত্র বানিয়েছে, সেটা কি বুঝতে কারো বাকি আছে?

ইংরেজ-জার্মান ব্যাংকার ও ফাইন্যান্সিয়ার নাথান মেয়ার রথসচাইল্ডের এই উক্তিটি দেখুন,

"যেই সুবিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সুর্য অস্ত যায় না, তার সিংহাসনে কে বসল আমার তাতে কিছু যায় আসে না। কারণ যে ব্রিটেনের মুদ্রা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মূল ক্ষমতার মালিক, আর ব্রিটেনের মুদ্রাব্যবস্থা আমারই নিয়ন্ত্রণে।"

পুরো বিশ্বের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'ফেডারেল রিজার্ভ' একটা প্রাইভেট সংস্থা। অর্থাৎ, গুটিকয়েক ব্যক্তি এই ফেডারেল রিজার্ভের মালিক। তাহলে, পুরো বিশ্বের সকল সম্পদ কার বা কাদের হাতে ঢুকছে? বর্তমানের এই নতুন দিনের নাথান মেয়ের রথসচাইল্ড কে? আপনি কি তাদের কাউকে চেনেন? না, চেনেন না। এটাইতো বাস্তবতা…

পুরো বিশ্বকেই এখন রথসচাইল্ডের ভুত আর জেফারসনের সেই ভয় তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে…

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বহু অর্থনৈতিক প্রসংগে বইটি পাঠকদের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবে।

আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ মিনহাজ রেজা
উদ্যোক্তা, অর্থনীতিবিদ ও সম্পাদক

“একটি দেশ দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে”, এই কথাটি শুনলে প্রথমে আমাদের মনে যেই প্রশ্নটি জাগে তা হচ্ছে, দেশ কীভাবে দেউলিয়া হয়? এর পর পরই আরো একগাদা প্রশ্ন আমাদের মনে জাগতে থাকে... দেউলিয়াত্বের অর্থনৈতিক ফলাফল কী? এর হাত থেকে দেশকে বাঁচানোর উপায় কী? আমাদের সবার কী হবে? ইত্যাদি।

দেউলিয়া মানে কি?

খুব সোজা বাংলায় কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ঋণ নেয়ার পর যখন ঋণের দায় পরিশোধ করতে পারে না, তখন সে দেউলিয়া হয়ে যায়। সাধারণত, এমতাবস্থায় ঋণপ্রদানকারী কোর্টে গিয়ে ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। কোর্ট তখন সব কাগজপত্র থতিয়ে দেখে রায় দেয় যে, “এই ব্যক্তির পক্ষে ঋণের দায় পরিশোধ করা সম্ভব না; সে দেউলিয়া হয়ে গেছে।” তবে ঋণগ্রহীতা চাইলে নিজে কোর্টে গিয়েও দেউলিয়া ঘোষণা করতে পারে। ধরি, পিরোজপুরের রতন মিয়ার ‘রতন’স দেশি সুজ’ নামে ২০ লাখ টাকা মূলধনের একটা জুতার কারখানা আছে। সুযোগ বুঝে সে নামকরা নালন্দা ব্যাংক থেকে ১ কোটি টাকা ঋণ নিল ব্যবসা বড় করার জন্য। রতন মিয়ার আশা ছিল সে ব্যবসা করে সব দায় পরিশোধ করে দিতে পারবে। কিন্তু তার ব্যবসা পর পর কয়েক বছর বিশাল লোকসান করল এবং হাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্যাশ টাকা না থাকায় ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলো। এই অবস্থায় ব্যাংক রতন মিয়াকে কিছু সময় বাড়িয়ে দিল। তারপরেও সে ঘুরে দাঁড়াতে পারল না। এতে করে তার দায় সুদ-আসলে চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকল।

এই ঘটনার পরিণতি কি? কয়েকটা সম্ভাব্য চিত্র আছে। হতে পারে রতন মিয়ার অনেক সম্পদ আছে, কিন্তু সে ঋণ শোধ করার জন্য সেইসব সম্পদ বিক্রি করে ঋণ শোধ করতে চায় না। তখন, ব্যাংক নিজে ব্যবস্থা নেয়। সাধারণত ঋণ নিতে হলে কোন কিছু জামানত (কোল্যাটোরাল) রাখতে হয়। সেটা জমি, বাড়ি, কারখানা বা মূল্যবান কোন সম্পদ হতে হয়, যাতে ঋণগ্রহীতা টাকা ফেরত না দিলেও সেই জামানত বিক্রি করে ব্যাংক ঋণের টাকা ফেরত পেতে পারে। তাই, ব্যাংক প্রথমত রতন মিয়ার জামানত বাজেয়াপ্ত করবে। ব্যাংক দেখবে তাদের পাওনা টাকা এই সম্পদ বিক্রি করে আদায় করা সম্ভব কিনা। কারণ, এমন হতেই পারে যে, রতন মিয়া ১ কোটি টাকা ঋণ নেয়ার জন্য ৫০ লাখ টাকার সম্পদ জামানত রেখেছিল। রতন মিয়া যখন টাকা দিতে না পেরে সময় ক্ষেপন করেছে ততদিনে সুদে-আসলে পাওনা বেড়ে গিয়ে ২ কোটি টাকা হয়েছে। তাহলে, জামানতের ৫০ লাখ টাকা দিয়ে ব্যাংকের মোট দায় পূরণ হচ্ছে না। এবার ব্যাংক আইনের আশ্রয় নিবে, যাতে রতন মিয়ার বাকি সম্পদ বিক্রি করে হলেও তারা টাকা ফেরত পায়। এজন্য তারা আদালতে যাবে এবং স্বাভাবিকভাবেই আদালত সকল ব্যাপার দেখে সেই পাওনা ফেরত দেয়ার ব্যবস্থা করবে।

আদালত যখনই দেখবে যে, রতন মিয়ার সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ মিলেও ২ কোটি টাকা পরিশোধ করা যাচ্ছে না, তখন যা আছে সবটুকু নিয়ে ব্যাংক-কে দেয়ার পর রতন মিয়াকে 'দেউলিয়া' ঘোষণা করা হবে। দেউলিয়া ঘোষণা করার পরে রতন মিয়ার আয়ের একটা অংশ নিজের জরুরি কাজে ব্যয় করার জন্য রেখে বাকি অংশ ঋণ পরিশোধে ব্যবহৃত হতে থাকবে।

এবার ধরি, রতন মিয়া নিজের নামে ঋণ নেয় নাই। হাজারো চালাক-চতুর ঘাঘু ব্যবসায়ীর মত সে তার প্রতিষ্ঠান 'রতন'স দেশি সুজ'-এর নামে ঋণ নিয়েছে। সুতরাং একটা লিমিটেড কোম্পনী হিসেবে নালন্দা ব্যাংকের সকল ঋণের দায়ভার 'রতন'স দেশি সুজ' কোম্পানীর। কিন্তু নিয়মিত ঋণের কিস্তি পরিশোধে কোম্পানি ব্যর্থ হল। ব্যাংক এবারো আগের মত জামানত বাজেয়াপ্ত করে নিবে। তারপর কোম্পানীর যত সম্পদ আছে সেগুলো দিয়ে ঋণ শোধের জন্য আদালতের কাছে যাবে। এবার আদালত একটু অন্যরকম

কাজ করবে। সেটা হল, আদালত ‘রতন’স দেশি সুজ’ কোম্পানীর পুরো আর্থিক অবস্থা ঘেটে দেখবে যে, কে কে টাকা পায় বা মোট দেনা, কোথা থেকে ‘রতন’স দেশি সুজ’ টাকা পায় বা কোম্পানীর পাওনা এবং ‘রতন’স দেশি সুজ’ এর মোট সম্পদ কি কি আছে। এগুলো সব জেনে বিজ্ঞ আদালত ‘রতন’স দেশি সুজ’ এর সকল পাওনাদারদেরকে দেনা পরিশোধের ব্যবস্থা নিবে। ধরি যে, শুধুই নালন্দা ব্যাংক টাকা পায়। তাহলে, ব্যাংকের ২ কোটি টাকা শোধ দেয়ার জন্য কোম্পানীর সকল আয়, পাওনা ও সম্পদ একত্র করা হবে। এতে করে যদি এই ২ কোটি টাকা পাওনা শোধ হয়, তাহলে সেটা শোধ করা হবে এবং বাড়তি কিছু থাকলে সেগুলো প্রতিষ্ঠানের মালিকের কাছে ফেরত যাবে। যদি পাওনা পরিশোধ করা না যায়, তাহলে যতোটুকু পরিশোধ করা যায় ততটুকু পরিশোধ করে ‘রতন’স দেশি সুজ’ কোম্পানীকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হবে। সবসময় যে কোম্পানিকে নিলামে বিক্রি করে সম্পত্তি ভাগাভাগি করে দেওয়া হয় তা না। কোম্পানি সম্ভাবনাময় হলে দেউলিয়া ঘোষণার পরবর্তীতে কোম্পানি ব্যবসা করতে পারে কিন্তু আয়ের সবটা দিয়ে ঋণের দায় পূরণ করে যেতে থাকে। এক্ষেত্রে ব্যবসার উপর মালিকের মালিকানা শেষ হয়ে যায়। তবে মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নিরাপদ থাকে।

এই যে, কোম্পানীর সম্পদ জব্দ হলেও, মালিকদের নিজস্ব সম্পদ নিরাপদ থাকল, এটাকে লিমিটেড কোম্পানী বলে। আবার, এই কারণেই অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কোম্পানীর লোকজন পয়সা নয়ছয় করে নামে-বেনামে সম্পদ হাতিয়ে নিয়ে কোম্পানীকে দেউলিয়া ঘোষণা করে দেয়; যাতে পাওনাদারদেরকে কোন পয়সা দেওয়া না লাগে। যদিও ব্যাপারটা সহজ না, তবুও এরকম নিন্দনীয় কাজ সমাজের অনেকে করে বসে।

কিন্তু, ‘রতন’স দেশি সুজ’ এর মালিক রতন মিয়া কি নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করতে পারে? করলে লাভ কি? লক্ষ্য করুন, ঋণের দায় যদি রতন মিয়ার নিজের উপরে হয়, তাহলে ১ কোটি টাকার ঋণ ২ কোটিতে যাওয়ার আগেই নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করায় লাভ আছে। সেটা হল, দ্রুত বিভিন্নভাবে ঋণ শোধ করে আর্থিক পঙ্গুত্ব থেকে বের হওয়ার রাস্তা সুগম করা। এমন হতেই পারে যে রতন মিয়া আসলে ১ কোটি ২০ লাখ শোধ করতে

সক্ষম। সুতরাং দেনা ২ কোটিতে উঠতে দেয়া কোন কাজের কথা না। আগে আগে নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করলে মোট দায় কমে আসলো।

অপরদিকে, বিশেষ ক্ষেত্রে, কোর্ট চাইলে লিমিটেড কোম্পানির সীমা অতিক্রম করে রতন মিয়ার ব্যক্তিগত সম্পত্তিও জব্দ করে ব্যাংকের ঋণের দায় পরিশোধ করার নির্দেষ দিতে পারে। সেক্ষেত্রেও, ঝুঁকি এড়াতে কোম্পানীর দায় খুব শোচনীয় অবস্থায় যাওয়ার আগেই ব্যবস্থা গ্রহণ করাটাই তুলনামূলক ভাল।

ব্যক্তি আর প্রতিষ্ঠানের দেউলিয়া হওয়াটা বোঝা গেল, কিন্তু রাষ্ট্রীয় দেউলিয়াত্ব বিষয়টি কি? এই দেউলিয়াত্ব কিভাবে কাজ করে?

রাষ্ট্র কীভাবে দেউলিয়া হয়?

যখন রাজা-বাদশাহদের হাতে রাজত্ব ছিল, তখন কোন রাজ্য কিভাবে দেউলিয়া হত? একদম সরল হিসেব, বর্তমানের রতন মিয়ারা নিজের নামে ঋণ নিয়ে এখন যেভাবে দেউলিয়া হয়, ঠিক সেভাবেই রাজা-বাদশাহরা দেউলিয়া হয়ে যেত।

একটা সময় অনেক প্রতিষ্ঠানের হাতে বিভিন্ন অঞ্চল ছিল। সেটা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মত হোক কিংবা কোন আধা-আধুনিক রাজা হোক; নিজের নামে ঋণ না নিয়ে দেশকে জামানত রেখে তারা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ঋণ নিত। সেইসব ক্ষেত্রে তারা দেউলিয়া হত প্রাতিষ্ঠানিক দেউলিয়ার মত করে। এতে করে অঞ্চল চলে যেত সেন্ট্রাল গভর্ণর কিংবা কলোনী করা দেশের কাছে অথবা অঞ্চলটাকে কব্জা করে ঋণসহ কয়েকশ গুণ টাকা উসুল করা হতো। এর পর সেই অঞ্চলকে স্বাধীন করা হত কিংবা কোন প্রদেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হত।

এখন আর রাজা-বাদশাহদের দিন নেই। রাজ্যের মালিক, হুকুমতে আলামপানা, শাহেনশাহ টাইপের কেউ নেই যে দাবী করবে পুরো দেশের মালিক সে। আধুনিক রাষ্ট্র অনেক অনেক বেশি জটিল কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে আছে। বদলে যাওয়া দুনিয়াতে এখন দেশ নামক সীমারেখার ভিতরে ক্ষমতার ছড়ি ঘুরায় সেই দেশের সরকার। আর দেশ চালানোর জন্য সরকারের টাকা লাগে। এই টাকা আসতে পারে দেশের জাতীয় সম্পদ, যেমন - তেল, গ্যাস, কয়লা বিক্রির টাকা থেকে, জমির খাজনা, জনগণের উপর ধার্যকৃত ট্যাক্স, ভ্যাট, শুল্ক থেকে কিংবা সরকারী প্রতিষ্ঠান; যেমন রেলওয়ে বা ডাক বিভাগের সেবার বিপরীতে সেবামূল্য বা আয় থেকে।

সরকার প্রচুর ব্যয় করে। মূলত প্রশাসন চালানোতে আর রাষ্ট্রের মূল সুবিধাগুলো নাগরিকের কাছে পৌঁছাতে এই ব্যয় করা হয়। এজন্য নথি ঘেটে দেখলে খেয়াল করবেন, বড় খরচগুলো হয় অবকাঠামো নির্মাণ, বেতন-ভাতা দেয়া, চিকিৎসা সেবা দান, শিক্ষা খাত, খাদ্য নিরাপত্তা, ভর্তুকি দেয়া এবং উন্নয়ন খাতে।

কোন বছর আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশি হলে সরকার ঋণ নিয়ে কাজ করতে থাকে। এই ঋণ নিতে সরকার সাধারণত সঞ্চয়পত্র বা ট্রেজারি বিল ছাড়ে।[1] সরকার যখন সঞ্চয়পত্র বা ট্রেজারি বিল ছাড়ে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক কিংবা জনগণ তা কিনে এবং একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পরে সুদে-আসলে সব টাকা ফেরত পায়।

বোঝা যাচ্ছে যে, কাহিনী আসলে সাধাসিধা, আয় আছে, ব্যয় আছে এবং টানাটানি পড়লে ঋণ নেয়ার ভাল ব্যবস্থা আছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক আর জনগণ কি সময়ময় ঋণ শোধ না করলে তেড়ে আসে? সরকারতো তাহলে সময় নিয়ে রয়ে-সয়ে টাকা ফেরত দিতে পারে। দেউলিয়া হতে হবে কেন, নিজেদেরইতো সরকার!

আসলে পরিস্থিতি অতটাও সাধাসিধা না। প্যাঁচের প্রথম পার্ট হল, একটি দেশের টাকা সরকারের নিজের না। টাকাটা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের। কেন্দ্রীয় ব্যাংক হচ্ছে সবচেয়ে বড় ঋণ

---

[1] সঞ্চয়পত্র বা ট্রেজারি বিল হচ্ছে এক প্রকার ঋণের দলিল যার মাধ্যমে টাকা ধার নেওয়া হয় এবং পরবর্তীতে এই টাকা সুদে-আসলে ঋণ গ্রহীতাদের ফেরত দেওয়া হয়।

ব্যবসায়ী। সে তার পাওনা আদায় করেই ছাড়বে। এরপর সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাংক। এরা অর্থনীতির সিংহভাগ টাকা তৈরি করে ও জনতাকে ঋণ দেয়। এদের হাতেও সরকার ধরা। যত বড় বিপদেই এরা পড়ুক, সরকার এদেরকে বেইল আউট করবেই করবে। এজন্য, আমরা রাষ্ট্রীয় দেউলিয়াত্ব বুঝানোর অংশ হিসেবে টাকার ব্যাপারটা আলোচনা করব।

এরপর আছে বেদেশি প্রতিষ্ঠানগুলো। সরকার শুধু অভ্যন্তরীণ উৎস বা দেশের ভিতরের টাকাই ঋণ নেয় না, বরং যত দেশের কাছে পারা যায় সব দেশের থেকে ঋণ নেয়। সেই হিসেবে রুপি, পাউন্ড, ইউরো, ইয়েন সব মুদ্রাতেই ধনী দেশগুলোর কাছ থেকে সরকারের ঋণ নেয়। এছাড়াও আছে বিখ্যাত আন্তর্জাতিক সংস্থা আই এম এফ, বিশ্ব ব্যাংক ইত্যাদি। এদের কাছেও ঋণ পাওয়া যায়। ঘরের মানুষকে আপনি যাই বুঝ দেন, পাশের বাড়ির করিম মিয়ার কাছ থেকে টাকা নিয়ে মাছ ধরার জাল কিনলে সুদে-আসলে টাকা ফেরত দিতে হবে। নাইলে জালও যাবে, মাছ ধরার জায়গাটাও হারাবেন। সুতরাং বৈদেশিক ঋণ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছের ঋণ নিয়েও আলোচনা হবে।

আরেকটা বড় ব্যাপার হল বৈদেশিক বাণিজ্য। আপনি ভারতের পিঁয়াজ কিনবেন টাকায়? নাকি জাপানি গাড়ি কিনবেন টাকা দিয়ে? কোনটাই পারবেন না। সুতরাং আপনার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চালাতে হবে ‘ডলার’ মুদ্রায়। একটা দেশ যা আয় করে কিংবা যা ব্যয় করে, সেখানে ডলারের বি-শা-ল ভূমিকা আছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এই জায়াটাতে প্রচন্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আর তাই, একটা দেশের দেউলিয়াত্বে রিজার্ভের ভূমিকা এবং ডলারের প্রয়োজনীয়তা আলোচনায় আনা হবে।

দেখা যাচ্ছে যে, নিজ দেশের বাইরে থেকে ঋণ নিলে নিতে হবে ডলারে, বাণিজ্য করতে হবে ডলারে, রফতানী থেকে আয় করতে হবে ডলারে, ঋণ শোধ দিতে হবে ডলারে… ঋণ শোধ না করতে পারলে যেই পরিণতি ভোগ করতে হবে, স্বাভাবিকভাবেই সেই হিসেবটাও আসবে ডলারে… সুতরাং রাষ্ট্র দেউলিয়া হওয়ার অনেক বড় অনুসংগ এই ‘ডলার’ নিয়েই

আমরা গভীর অনুসন্ধান করব যাতে আমরা বুঝতে পারি কে কার ভাগ্য নিয়ে কিভাবে ছিনিমিনি খেলছে…!

টাকা ছাপানোর সাথে রাষ্ট্রীয় দেউলিয়াত্বের রহস্য

আমরা এবার কিছুটা আঁচ করতে পারছি যে, একটা দেশের দেউলিয়া হওয়ার সাথে ঋণ ও টাকার সম্পর্ক বেশ জোরালো। সরল করে যদি বলি, দেশ দেউলিয়া হওয়ার সাথে সম্পর্ক হচ্ছে ঋণের এবং ঋণের সাথে সম্পর্ক হচ্ছে টাকার। সুতরাং যার হাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা নেই সে দেউলিয়া হয়ে যাবে এবং যার হাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা আছে সে কোনদিন দেউলিয়া হয়ে যাবে না।
এই কথাটাই আরেকভাবে বলি, কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হাতে টাকা ছাপানোর ক্ষমতা থাকলে সে কোনদিন দেউলিয়া হবে না; কারণ সে টাকা ছাপিয়েই সব ঋণ পরিশোধ করতে পারবে। প্রকৃতপক্ষে, টাকা ছাপানোর ক্ষমতা যার হাতে আছে সে কোনদিন ঋণই নিবে না; কারণ, টাকার অভাববোধ থেকেই আমরা ঋণ নিয়ে থাকি। সেই হিসেবে সরকারের ঋণ নেবার কথাই না যেহেতু তার হাতে টাকা ছাপানোর ক্ষমতা আছে। আর সরকার যদি ঋণ নিয়েও থাকে, তার দেউলিয়া হবার কথা না; কারণ, টাকশালে টাকা ছাপিয়েই সে সব ঋণ পরিশোধ করে দিতে পারবে। তাহলে কেন একটা দেশ দেউলিয়া হচ্ছে?

শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও উপরের কথাটি সত্য না। অর্থাৎ সরকারের হাতে টাকা ছাপানোর ‘ক্ষমতা’ আছে সেটা জনগনকে পই পই করে বলা হলেও, বাস্তবে সামান্য কিছু ভাংতি পয়সা ছাড়া সরকার নিজের ইচ্ছামত একেবারেই টাকা ছাপাতে পারে না। সরকার যদি টাকা ছাপানোর ক্ষমতা রাখতো, তাহলে জনগনের কাছ থেকে কর নিতে হতো না, কাগজের মতো টাকা ছাপিয়ে রাষ্ট্রের সকল ব্যয়ভার বহন করে ফেলতে পারতো। কিন্তু বাস্তবে কর, শুল্ক, মূসক এবং টোল আদায় করে সরকার সব টাকা গুণে গুণে খরচ করে।

যেই বছরগুলোতে সরকারের আয় হয় কম, সেই বছরগুলোতে সে ঋণ নিয়ে ব্যয়ভার বহন করে। আবার যেই বছরগুলোতে সরকারের আয় হয় বেশি, সেই বছরগুলোতে সে বাড়তি টাকায় পূর্বের ঋণ পরিশোধ করে। আদতে টাকা ছাপাতে পারে না দেখেই সরকারকে কর বা শুল্ক আদায় করতে হয়। টাকা ছাপাতে পারলে তাকে এই ঝামেলাগুলো পোহাতে হতো না।

আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, তাহলে সরকার টাকা ছাপায় না কেন? ভাল প্রশ্ন... দেখা যাক উত্তর পাওয়া যায় কিনা সামনে...

আমরা যেই "কাগুজে নোটগুলো" ব্যবহার করি সেগুলো ছাপায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক। অর্থাৎ, কেন্দ্রীয় ব্যাংকই সব টাকার মালিক। আপনি, আমি বা সরকার কেবলমাত্র ব্যবহার করার জন্য এগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ধার পাই। এক কথায়, আমাদের পকেটের টাকার মালিক আমরা কেউ না, এগুলোর মালিক কেন্দ্রীয় ব্যাংক!

আপনি শুনে অবাক হচ্ছেন? অথবা ভাবছেন, "নিজের আয় করা টাকা পকেটে আছে, কিন্তু আমি এর মালিক আমি না। এমনটা কীভাবে সম্ভব?" চলুন, একটি বাস্তবধর্মী উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক।

ধরুন, আপনার প্রতিষ্ঠা করা একটি বোর্ডিং স্কুলে কিছু শিক্ষার্থী পড়াশোনা করে। এই ছাত্ররা সারা দিন-রাত আপনার জিম্মায় থাকে। কিন্তু আপনি তাদের প্রকৃত অভিভাবক না। সন্তানদের বৈধ অভিভাবকরা যখন ইচ্ছা তখন সন্তানদেরকে স্কুল থেকে তুলে নিতে পারবে। তারা কিছুদিনের জন্য আপনার কাছে সন্তানদেরকে পড়তে দিয়েছেন এবং পড়াশোনা শেষ হলে যার যার অভিভাবক তার তার সন্তানদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। ঠিক একইভাবে, অর্থনীতিতে যতো টাকা আছে তা বিভিন্ন মানুষের হাতের মুঠোয় থাকলেও কেউ এগুলোর প্রকৃত মালিক না। একজন অভিভাবক যেমন করে তার

সন্তানদের স্কুল থেকে তুলে নিতে পারে, ঠিক তেমনি করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকও বিশেষ কায়দায় বাজার থেকে টাকা তুলে ফেলতে পারে। এই বিশেষ কায়দাগুলো বেশ চমকপ্রদ। পদ্ধতিগুলো বোঝার জন্য প্রথমে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে - কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাউকে দান-দক্ষিণা করে না। আপনি আমি তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দরজার সামনে অসহায় দরিদ্র মানুষের লাইন দেখতে পাই না। অসহায় মানুষ তো দূরে থাক, খোদ সরকারও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সিন্দুক থেকে টাকা তুলে নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করতে পারে না। তাহলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের টাকা মানুষের হাতে প্রবেশ করে কীভাবে? উত্তর হচ্ছে ঋণের মাধ্যমে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণের নোট বা দলিলগুলোকেই আমরা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করি।

তাহলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাদেরকে ঋণ দেয়? প্রথমত, আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকেও সরাসরি ঋণ দেয় না। দ্বিতীয়ত, বিপদে পড়া ব্যক্তিদেরকেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরাসরি ঋণ দেয় না। টাকা ছাপিয়ে সে বাণিজ্যিক ব্যাংক ও সরকারকে বিভিন্ন উপায়ে ক্রমাগত ঋণ দেয় এবং একের পর এক ঋণের চক্র ধারাবাহিকভাবে চালাতে থাকে; এভাবে সমাজে সবসময় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার যোগান থাকে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে টাকা ধার দেয়ার একটি বহুল প্রচলিত উপায় হচ্ছে রিপো (Repo)। রিপো কি জিনিস এটা বোঝানোর অনেক দাঁতভাঙ্গা চুল পাকা অর্থনীতিবিদের মোটা চশমা টাইপ ব্যাখ্যা আছে, তবে সেগুলোকে পাশে রেখে একটা ঘটনার ঘনঘটায় ব্যাখ্যা দিতে চাই…

ধরি, দিদারুল আলম একজন পিঠা ব্যবসায়ী। তাঁর হাতে বানানো পিঠা খেতে সবাই পছন্দ করে। দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন এসে দিদার সাহেবের দোকানে ভীড় করে। ছোট ব্যবসায়ী দিদার সাহেবের ছোট্ট ছিমছাম সংসার আর এই পিঠালয়, এই নিয়ে তাঁর দিন চলে। দিদার সাহেব পরিকল্পনা করলেন যে এবারের নবান্নের সময় পিঠা উৎপাদন দ্বিগুণ

করবেন। কিন্তু পুঁজি কই? দিদার সাহেব গেলেন আমজাদ সাহেবের কাছে কিছু টাকা ঋণের জন্য। আসুন, তাদের কথোপকথন শুনি...

দিদারুল আলমঃ "আমজাদ ভাই, আপনিতো আমার কাছের মানুষ, সামনের নবান্নতে পিঠা বেশি বানামু, ৮ হাজার টাকা দিবেন ভাই?"

আমজাদ সাহেবঃ "দেখ, আমি ঋণ দিব ভালো কথা; কিন্তু আমার নিরাপত্তা কই? তুমি যদি ঋণের টাকা ফেরত দিতে না পারো? কিংবা টাকা নিয়ে গায়েব হয়ে যাও?"

দিদারুল আলমঃ "আমি সাধারন মানুষ। এই জায়গায় এত বছর ধরে ব্যবসা করি। ঋণ নিয়ে আমি কোথায় পালাবো?"

আমজাদ সাহেবঃ "এভাবে বললে তো হবে না। আচ্ছা শোন, এক কাজ করি। তোমার একটা সাইকেল আছে না? এর বাজার মূল্য তো প্রায় ৮ হাজার টাকা। তোমার থেকে আমি সাইকেলটি মাত্র ৭ হাজার টাকায় কিনে নিব। তবে, সাথে সাথেই তুমি আমার থেকে সাইকেলটি আবার ৮ হাজার টাকায় কিনে নিবে এবং ১ বছর পরে দাম শোধ করবে।"

কিছু না বুঝে দিদারুল আলম জিজ্ঞেস করলেনঃ "তাতে হল কী?"

আমজাদ সাহেব বললঃ "আমি তোমার সাথে সাইকেল কেনা বেচার মাধ্যমে ৭ হাজার টাকা ঋণ দিয়ে এক বছরের মাথায় সুদে আসলে ৮ হাজার টাকা ফেরত নিলাম।"

দিদারুল আলম চিন্তা করে বললেনঃ "ভাই, টাকা দেওয়ার আছে দেন। বাজার মূল্যের থেকে কম দামে সাইকেল কিনে নাটক সাজানোর মানে কী?"

আমজাদ সাহেব বললঃ "দেখ, চুক্তি এভাবে করলে ঋণ নিরাপদ হয়। তুমি যদি টাকা ফেরত দিতে না পারো বা কোথায় পালিয়ে যাও, তখন আমি সাইকেলটা বিক্রি করে দিতে পারব।"

"এতে আমার লাভ?" উৎসুক ভঙ্গিতে দিদারুল আলম জিজ্ঞেস করলেন।

"এমনিতে আমি ২০ শতাংশ সুদে ঋণ দেই। কিন্তু আমি সাইকেল কিনে (purchase) পুনরায় বিক্রি করার (repurchase) চুক্তি করলে ঋণ খুব নিরাপদ হয়। তাই আমি সাত হাজার টাকা ঋণে এক হাজার টাকা সুদ রাখতে পারি।" বললেন আমজাদ সাহেব।

ঠিক এভাবেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর থেকে কম দামে ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সট্রুমেন্ট কিনে (purchase করে) পরবর্তীকালে বেশি দামে বিক্রির চুক্তি করে। এই repurchase agreement কেই সংক্ষেপে বলে ইংরেজিতে বলে repo বা রিপো[2]।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিপো করার একটা উদ্দেশ্য হল নিরাপদ ঋণ দেয়া ও সুদ খাওয়া। কিন্তু এটাই সব না, তাদের আরেকটা বড় উদ্দেশ্য আছে। সেটা হল, এই ঋণের মাধ্যমে অর্থনীতিতে টাকার যোগান দেয়া বা তারল্য বজায় রাখা। অর্থাৎ এই প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিশ্চিত করে যে জনগণের কাজ চালানোর জন্য যথেষ্ট কাগজের টাকা যেন বাজারে থাকে। তাই, যখন রিপো করে কোন ব্যাংক, তখন অর্থনীতিতে টাকা প্রবেশ করে আর যখন রিপো শোধ হয়ে যায় তখন অর্থনীতি থেকে টাকা কমে যায়। রিপোর মেয়াদ শেষ হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি মনে করে বাজারে টাকাটা থাকা প্রয়োজন, সে চুক্তি নবায়ন করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি মনে করে বাজারে টাকার পরিমাণ কমানো প্রয়োজন, সে রিপোর পরিমাণ কমিয়ে টাকা তুলে ফেলা শুরু করে। আবার কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি মনে করে বাজারে টাকা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, সে বেশি বেশি রিপো ছেড়ে মোট টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করে ফেলে। রিপো ছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংক চাইলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে সরাসরি ঋণ দিতে ও নিতে পারে। এভাবে সে বাজারে মোট টাকার পরিমাণ কমবেশি করতে পারে।

দ্বিতীয় যেই বহুল প্রচলিত উপায়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাজারে নতুন টাকা প্রবেশ করায় তা হচ্ছে সরকারকে ঋণ দেওয়া। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সাধারণত সরকারকে সরাসরি ঋণ না দিয়ে সেকেন্ডারি মার্কেট[3] থেকে সঞ্চয়পত্র কিনে। তবে সরকার যখন সঞ্চয়পত্র ছাড়ে তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক চাইলে প্রাইমারি মার্কেট[4] থেকেও সঞ্চয়পত্র কিনে সরকারকে ঋণ দিতে

---

[2] মজার ব্যাপার হল, ইসলামী অর্থনীতিতে এটা এক প্রকারের ‘বাইউল ঈনা’ বা ‘বাহানামূলক বাণিজ্য’ এবং এই ধরনের বাণিজ্য সুদ বা রিবার অন্তর্ভুক্ত এবং এই ধরনের লেনদেন করা সম্পূর্ণ নিষেধ! নিষিদ্ধ সুদ ও এরকম বাহানামুলক বাণিজ্য সম্পর্কে জেনে সেগুলো পরিহার করতে পড়তে পারেন মোহাইমিন পাটোয়ারির ‘সুদ হারাম, কর্জে হাসানা সমাধান’ বইটি।
[3] দেখুন টিকা - প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি মার্কেট
[4] দেখুন টিকা - প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি মার্কেট

পারে। যেই উপায়েই কেন্দ্রীয় ব্যাংক সঞ্চয়পত্র কিনুক না কেন ঋণ দিলেই, বাজারে নতুন টাকা প্রবেশ করে। বিষয়টি কীভাবে কাজ করে তা এক বৃদ্ধ সজল দাদুর গল্পে ব্যাখ্যা করা যাক।

মনে করি, সজল দাদু কাজ করতেন রেলওয়েতে। সীমিত আয় দিয়ে প্রতি মাসে ৫টা ১০০০ টাকার সঞ্চয়পত্র কিনতেন। অবসরে যাওয়ার সময় তাঁর কাছে বিগত ২০ বছরে কেনা ৫ * ১২ * ২০ = ১২০০ শত ১০০০ টাকার সঞ্চয়পত্র বা বন্ড আছে। এখন, তাঁর কাছে বন্ড আছে কিন্তু টাকা নেই। এবার, অবসরে গিয়ে জমি-জিরাত কিনে বসবাস করার জন্য তিনি এগুলো বিক্রি করতে চান। তিনি কোন ব্যাংকে গিয়ে বন্ড ভেঙ্গে টাকা আনবেন। এরকম পুরো দেশে ১০০ মানুষ হয়ত এক মাসে বন্ড ভেঙ্গে টাকা তুলবে এবং আরো ১০০ মানুষ টাকা দিয়ে বন্ড কিনবে। কিন্তু ব্যাংক বন্ড দিয়ে কি করে? বাণিজ্যিক ব্যাংক বন্ড দিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে কাগুজে টাকা বিনিময় করে। যখনই কোন বাণিজ্যিক ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে গিয়ে বন্ড ভেঙ্গে টাকা আনবে, তখনই অর্থনীতিতে নতুন করে টাকা প্রবেশ করবে।

তবে বন্ডের কেনাবেচা হলেই যে অর্থনীতিতে টাকা প্রবেশ করাবে ব্যাপারটি এমনও না। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখনই বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে সজল দাদুর হাত থেকে বন্ডগুলো কিনে নিলো তখনই দাদুর একাউন্টে নতুন টাকা প্রবেশ করালো। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাদে বাকিরা নিজেদের বন্ড লেনদেন করলে একাউন্টের টাকাটাই কেবল হাত বদল করবে।[5] এতে করে অর্থনীতিতে মোট কাগুজে টাকার পরিমাণে কোন প্রভাব পড়বে না। কারণ, কেন্দ্রীয় ব্যাংক টাকা ছাপিয়ে সঞ্চয়পত্র কিনে।

---

[5] যেহেতু এক একজন ব্যক্তির একাউন্ট এক এক ব্যাংকে থাকবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পলিসি দ্বারা প্রায় প্রতিটি ব্যাংকেই নতুন টাকা প্রবেশ করবে এবং অর্থনীতিতে মোট টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

টিকা - প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি মার্কেট

দৈনন্দিন জীবনে কিছু জিনিস আছে সেগুলো আমরা নতুন কিনি এবং চাইলে বিক্রি করে দেই। যখন কিনি তখন নতুন থাকে আর যখন বেচি তখন সেটাকে ‘সেকেন্ড হ্যান্ড পণ্য’ বলে। প্লাস্টিকের বাজারে নতুন প্লাস্টিকের তৈরি জিনিসপত্রের একটা সুন্দর নাম আছে, ভার্জিন ম্যাটেরিয়াল! এখন, আপনি মুঠোফোন কিনেন কিংবা ইয়া বড় চায়ের ফ্লাস্ক, নতুন জিনিস হলে সেটা বিক্রির জায়গাকে বলে প্রাইমারি মার্কেট। প্লাস্টিকের ক্ষেত্রে আপনারা প্রাইমারি মার্কেট কথাটা শুনে অভ্যস্ত না। কিন্তু যখনই আপনার হ্যান্ডসেট বেচতে গিয়েছেন কিংবা ফ্লাস্কের বিনিময়ে পিঁয়াজ নিয়েছেন, তখনই এই দুইটা গিয়ে পড়েছে সেকেন্ড হ্যান্ড পণ্যের মার্কেটে, যেটা আসলে সেকেন্ডারি মার্কেট। একটি গল্পের দ্বারা বিষয়টি আরও ভালোভাবে বুঝানো যাক।

আপনার পাশের গ্রামে বড় একটি ঝিল আছে। একটা ডেভেলপার কোম্পানি এসে বালি ফেলে গ্রামের মাঝের মস্ত বড় একটি ঝিল ভরাট করে ফেলল। তারপর তারা ঝিলের ভরাট করা জমি ‘আইজুদ্দীন স্বপ্ন বিলাস হাউজিং’ নাম দিয়ে প্লট আকারে ভাগ করে বিভিন্ন মানুষের কাছে বিক্রি করে দিলো। যারা জমি কিনলো তারা সবসময় এখানে থাকবে এবং একবার ডেভেলপার কোম্পানির থেকে জমি কেনার পর সব লেনদেন বন্ধ হয়ে যাবে ব্যাপারটি কি এমন? নাহ, জমির মালিক চাইলে জমি হাতবদলও করতে পারেন। এভাবে সবসময় জমি বেচাকেনা চলতে থাকে। ডেভেলপার কোম্পানির ঝিল ভরাট করে হাউজিং বানিয়ে প্লট আকারে জমি বিক্রি করার ব্যাপারটাকে বলে প্রাইমারি মার্কেট। কারণ এক্ষেত্রে জমি তারাই প্রথমবারের মত প্রস্তুত করেছে এবং তাদের হাত দিয়ে ভোক্তারা সরাসরি পণ্য কিনেছে। পরবর্তীতে যখন জমির এক মালিক থেকে অন্য মালিকের কাছে বেচাকেনা চলে, তখন সেই বাজারকে বলে সেকেন্ডারি মার্কেট। কারণ, যে দুইজন বেচাকেনা করছে, কেউই জমিটা বানায় নাই বা তৈরি করে নাই। তারা শুধু নিজেদের মাঝে লেনদেন করছে। এখন, কোন ক্রেতা যদি ডুপ্লেক্স বাড়ি বানায়ে বিক্রি

করে, প্রথমবার বিক্রির সময় সেটা সেই ডুপ্লেক্স বাড়ির প্রাইমারি মার্কেট হবে। কেউ সেই বাড়ি কিনে আবার বিক্রি করতে চাইলে তখন সেটা হয়ে যাবে সেই ডুপ্লেক্স এর সেকেন্ডারি মার্কেট।
শেয়ারবাজারও এমন। প্রথম যখন কোম্পানিগুলো শেয়ার ছেড়ে টাকা তুলে, তাকে বলে আইপিও। এটি একটি প্রাথমিক বাজার। আইপিও তে যারা শেয়ার কিনেছেন তারা যে সবসময় শেয়ারগুলো নিজেদের হাতে ধরে রাখে ব্যাপারটি এমন নয়। পরবর্তীতে ক্রেতারা একজনে_আরেকজনের সাথে সেকেন্ডারি মার্কেটে লেনদেন করে।

সঞ্চয়পত্রের ব্যাপারটাও ঠিক এমন। সরকার যখন বন্ড বিক্রি করে এবং প্রথমবারের মত ক্রেতা সেই বন্ড কিনে, সেটা বন্ডের প্রাইমারি মার্কেট। এরপরে সেই বন্ড গ্রাহকরা বিভিন্ন সময় সেগুলো বিক্রি করতে থাকে এবং বিভিন্ন পক্ষ কিনতে থাকে। এভাবে শেয়ার বাজারের মতো সঞ্চয়পত্রের বাজারে সারাক্ষণ লেনদেন চলতে থাকে। পরবর্তী এই লেনদেনগুলো সব বন্ডের সেকেন্ডারি মার্কেট।

আধুনিক মুদ্রা ব্যবস্থার ফাঁদ

আমরা আলোচনা করছিলাম রাষ্ট্রীয় (সরকারী) দেউলিয়াত্ব নিয়ে। সেখান থেকে মুদ্রা ব্যবস্থার গভীরে প্রবেশ করলাম কেন? সত্যি কথা বলতে বর্তমান বিশ্বে দেউলিয়াত্ব বোঝার জন্য আধুনিক মুদ্রা ব্যবস্থার ফাঁদ বোঝাটা অত্যন্ত জরুরী। বর্তমান অর্থব্যবস্থায় ঋণ এবং মুদ্রা একে অন্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। লক্ষ্য করে দেখুন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক টাকা ছাপিয়ে ঋণের মাধ্যমে বাজারে নোট প্রবেশ করায় (সঞ্চয়পত্র কেনে বা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ঋণ দেয়) এবং ঋণ পরিশোধ করা হলে বাজার থেকে টাকা আবার কেন্দ্রীয়

ব্যাংকের সিন্দুকে ফেরত যায়। তাই একটি অর্থনীতিতে সবাই যদি নিজ নিজ ঋণ পরিশোধ করে দেয়, সেই দেশে কোনো টাকাই থাকবে না। তার মানে দাঁড়াচ্ছে, টাকা = ঋণ এবং ঋণ নেই মানে কোন টাকাও নেই।

এবার আপনাদেরকে একটি প্রশ্ন করি। সব টাকাই যদি ঋণ আকারে অর্থনীতিতে প্রবেশ করে, সুদ পূরণ হবে কোথা থেকে? একজন সাধারণ ব্যক্তিকে আপনি ১০০ টাকা ঋণ দিয়ে ১১০ টাকা ফেরত চাইলে সে হয়তো তা ফেরত দিতে পারবে। কিন্তু যদি অর্থনীতির প্রতিটি টাকাই ঋণ হয়, এই ঋণের দায় সুদে আসলে পূরণ হওয়া কি সম্ভব? উত্তর হচ্ছে অসম্ভব। এবার চিন্তা করে দেখুন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি অর্থনীতিতে সব টাকা ঋণ দিয়ে বাড়তি টাকা ফেরত চায়, এর ফলাফল কি হবে? সহজভাবে উত্তরটি ব্যাখ্যা করতে একটি গল্প শুরু করা যাক।

জুহুরি একজন ধূর্ত রাজা। সে তার প্রজাদেরকে আজীবন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নিজের নামাঙ্কিত মুদ্রার একটি ছাঁচ তৈরি করলো। তারপর সে সমগ্র রাজ্য জুড়ে ঢাক ঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করলো, “জুহুরির ছাঁচযুক্ত সোনার মুদ্রাই একমাত্র বিনিময় মাধ্যম।”

এই খবর শুনে সবাই খুব চিন্তিত হয়ে গেল। লোকজন বলাবলি করতে লাগলো, “আমাদের হাতে যেই সোনার মোহর আছে, তা দিয়ে যদি লেনদেন করতে না পারি আমরা কীভাবে বেচাকেনা করবো?” এমন সময় একজন বলে উঠলো, “চল, সবাই রাজ দরবারে গিয়ে বলি, আমাদের যার যার সোনার মোহরে ওনার সিল মেরে দিতে। তাহলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।” এই পরামর্শ মোতাবেক সবাই জুহুরির দরবারে ভীড় করলো। তারা বলল, “আমাদের মুদ্রাগুলো আপনার কাছে জমা দিচ্ছি। আপনি এগুলোতে সিল মেরে দিন।”

এই কথা শুনে জুহুরি কঠিন হাসি হেসে বলল, “তা কি হয়? আমি কাউকে সিল দিব না। আমার সিন্দুকের ভেতরে যেই কটি মুদ্রা আছে তাই একমাত্র বিনিময় মাধ্যম।”

এই কথা শুনে সবাই প্রশ্ন করলো, “আপনার সিন্দুকের সিল মারা মুদ্রাগুলো আমাদের হাতে আসবে কীভাবে?”
উত্তরে শক্ত হাসি হেসে জুহুরি বলল, “ঋণ হিসেবে।”
জুহুরির কথা শুনে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল। কিন্তু আর কোন উপায়ান্তর না দেখে বাধ্য হয়েই তারা ঋণ নিতে আবেদন করলো। ঋণপ্রার্থীদের মধ্য থেকে সম্ভ্রান্ত ও ধনী ব্যক্তিদের জুহুরি বাছাই করে বলল, “এই নাও ঋণ। আমাকে এই মুদ্রাগুলোই সুদে আসলে বাড়তি ফেরত দিও। অন্যথায় তোমাদের সম্পদ জব্দ করা হবে।”
এবার সবাই একে অপরের দিকে চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলো। তাদের মাঝে সাহসী একজন বলেই ফেলল, “হুজুর। আপনি আমাদেরকে যেই মুদ্রা ধার দিলেন, সেই মুদ্রাগুলো বাড়তি ফেরত চাইতে পারলেন কেমনে! মুদ্রা তো ডিম পাড়ে না, যে বাচ্চা ফুটে সংখ্যায় বেড়ে যাবে। এদিকে আমাদের হাতেও কোন সিল নেই যে আমরা নতুন মুদ্রা তৈরি করবো।”
মনে মনে জুহুরি ভাবল, “এটাই তো আমার কৌশলে সম্পদ জব্দ করার ফাঁদ।” তবে মনের কথা গোপন রেখে রাগী কণ্ঠে সে বলল, “সবকিছু ঠিক থাকলে ভবিষ্যতে আমি আরো বেশি ঋণ দিব। সেই মুদ্রা দিয়েই এই মুদ্রার ঋণের দায় পূরণ করতে হবে।”
এবারেও সবাই একে অপরের মুখের দিকে চাইতে লাগলো। এক সময় একজন প্রশ্ন করে বসলো, “নতুন যেই মুদ্রাগুলো ঋণ হিসেবে দিবেন সেগুলো কি সুদমুক্ত?”
“মাথা খারাপ?” জুহুরি চিৎকার করে উঠল, “সুদ ছাড়া কোন ঋণ আমি দেই না। তোমরা যে যত পয়সা নিবে তার সবগুলো আমাকে বাড়তি ফেরত দিতে হবে।”
এবার এক প্রতিবাদী যুবক বলে উঠলো, “আপনি যে প্রতিটি পয়সা সুদের উপর ঋণ দিচ্ছেন আমরা কীভাবে এর দায় শোধ করবো? দিন দিন আমরা সবাইতো ঋণের চাপে দেউলিয়া হয়ে যাবো।”
রাগে লাল হয়ে জুহুরি গর্জন করে উঠল, “আমি কি জোর করে কাউকে ঋণ দিচ্ছি? তোমরা এসেই তো আমার থেকে ঋণ খুঁজছো। প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ হিসেবে তোমরা সবাই নিজেদের কাজের জন্য দায়ী এবং দেউলিয়া হলে এমনটাই তোমাদের পাপ্য।”

পাশে থাকা রত্ন সাহেব জুহুরির কানে কানে বলল, “হুজুর, আপনি এতো উত্তেজিত হবেন না। জনগনের সব সম্পদ একদিন আপনারই হবে। বিষয়টিতো আপনি ভালো করেই জানেন। এরা যে যা বলার বলুক। সব কথা কানে না নিয়ে কৌশল নিজের কাজ সারতে থাকুন। তবে সবচেয়ে ভালো হয় আমাকে একটি চাকরি দিলে। আমি সুন্দর পোশাক পরে, মিষ্টি মুখে এদেরকে বুঝাবো। আল্লাহতো আপনাকে কম দেয় নাই। আমাকে দ্বায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে আপনি একটু আনন্দ উপভোগ করুন।”

শুনতে হিরক রাজার গল্প বলে মনে হলেও আমরা ঠিক এমনই একটি সিস্টেমে বসবাস করছি। উপরের গল্পের মতো আমাদের বর্তমান মুদ্রা ব্যবস্থায়ও ব্যাংকগুলো ঋণ হিসেবে টাকা দিয়ে আরও বেশি টাকা ফেরত চায়। ফলস্বরুপ আমরা এবং সরকার ক্রমান্বয়ে দেউলিয়া হতে থাকবো। এক্স ৩ আলোচনার যতই সামনের দিকে যেতে থাকবো বিষয়টি আমাদের নিকট ততই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠবে।